দৈনিক ইনকলাব

তারিখ 07 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

৫৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার নতুন শর্ত

গত ০১-১২-৯৩ বুধবার একটি দৈনিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ সম্মান ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কিত একটি সংবাদে বলা হয়েছে, যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজীতে পৃথকভাবে ৪৫% নম্বর না পেয়েছে, তারা ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষা বর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আমরা এই নতুন সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করছি। যদিও এ নতুন সিদ্ধান্তটি সঠিক ও সময়োচিত তথাপি হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে শ্রদ্ধেয় কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা উচিত ছিল, কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা নিকেতন। আগে শুধুমাত্র "ঘ" ইউনিটে এই নিয়ম ছিল, তাও বাংলা ও ইংরেজী মিলিয়ে। কর্তৃপক্ষ যদি এই নতুন নিয়মটি এক বছর আগে ছাত্র-ছাত্রীদের জানিয়ে দিতেন, তাহলে তারা বাংলা ও ইংরেজীতে ভালভাবে প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ পেত। এ সিদ্ধান্ত দেখে মনে হয়, নম্বর-ই তাদের একান্ত জরুরী। কিন্তু ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে, যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজীতে ৪৫% নম্বর পায়নি কিন্তু তারা ভর্তি পরীক্ষায় শুধু ইংরেজীতে ১১ নম্বর পেয়ে ইংরেজীসহ অনেক ভাল বিষয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। আর অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে, যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজীতে ৪৫% নম্বর পেয়েও ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজীতে "৫" নম্বরও পায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী আছে, যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজীতে ৪৫% নম্বর পায়নি। কিন্তু এই নিয়ম যদি এখন বাস্তবায়িত হয়, তাহলে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণই করতে পারবে না।

যেহেতু শিক্ষার্থীদেরকে আগে থেকেই সতর্ক করে দেয়া হয়নি, তাই এবারের পরীক্ষার্থীদেরকে আগের মত সুযোগ দিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া উচিত। আশা করি বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবেন।

—মাকসুদ, সাইফুল, মাসুদ,
মুহসীন হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।